আসাম সরকার

উপায়ুক্তের কার্যালয় ::::::::::: শ্রীভূমি

টেন্ডার নোটিশ

এতদ্বারা শ্রীভূমি জিলার অর্ন্তগত নিম্নলিখিত জলকর/ মীনমহাল সমূহ ৩য় কলামে বর্ণিত সময়ের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়ার মর্মে দরপত্র (টেন্ডার) আহ্বান করা যাইতেছে ।

নিম্ন স্বাক্ষরকারী সর্ব্বোচ্চ দরপত্র বা যে কোনো দরপত্র গ্রহন করিতে পারিবেন । ইহার জন্য কোন কারণ দর্শাইতে বাধ্য নহেন ।

ক্রমিক নং	জলকর/ মীন মহালের নাম	বন্দোবস্তের ম্যাদ	গত বৎসরের রাজস্ব	চলতি বৎসরের সর্বনিম্ন নির্দ্ধারিত বাৎসরিক রাজস্ব	বি: দ্রষ্টব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	কুশিয়ারা নদী	১ বৎসর	৪,৪৬,০৫২.০০	৪,৯০,৬৫৭.০০	৪০%
২	দুলিয়াখাল মরাগাঙ্গ	৩ বৎসর	৪৭,১৯০.০০	৫১,৯০৯.০০	৪০%
৩	লঙ্গাই নদী	৩ বৎসর	৫,৪০,৬৫১.০০	৫,৯৪,৭১৬.০০	৪০%
৪	তেরাওয়ালা টেংক	৩ বৎসর	৫,৩৯২.০০	৫,৯৩১.০০	৪০%
৫	কালাবাড়ী টেংক	৩ বৎসর	১২,২৫৬.০০	১৩,৪৮১.০০	৪০%
৬	বরদিঘী	৩ বৎসর	১৪,৭৮৪.০০	১৬,২৬২.০০	৪০%
৭	নবিসাহেবের দিঘী	৩ বৎসর	৬৩৭৬.০০	৭,০১৩.০০	৪০%
৮	লালু বিল	৩ বৎসর	৪৪,০২০.০০	৪৮,৪২২.০০	৪০%
৯	হরিনগর	৩ বৎসর	২৮,৫৫৬.০০	৩১,৪১২.০০	৪০%
১০	মহালতলি	৩ বৎসর	১,০৬,২৩৮.০০	১,১৬,৮৬১.০০	৪০%
১১	দুধেরবিল	৩ বৎসর	১,৩৫,৫৩৪.০০	১,৪৯,০৮৭.০০	৪০%

শর্ত সমুহ

১। মাইমাল সম্প্রদায় দ্বারা গঠিত সমবায় / আত্ম সহায়ক সংস্থা / এন. জি. ও./ যে কোনো ব্যক্তির যোগ্যতার ভিত্তিতে দরপত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত করিয়া ৪০% শ্রেণীভুক্ত মীনমহাল সমূহ ৩ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে ।

২। একশ শতাংশ অনুসুচীত জাতি ও বরাক উপত্যকার মাইমাল সম্প্রদায়ের প্রকৃত মৎস্যজীবি লোকের দ্বারা গঠিত সমবায় সমিতির এবং বরাক উপত্যকার মাইমাল সম্প্রদায়ের প্রকৃত মৎস্যজীবি লোক নতুবা অনুসুচীত জাতির পেশাধারী মৎস্যজীবি লোক, আত্মসহায়ক সংস্থা, এন. জি. ও এবং মীন পালক দরপত্র (টেন্ডার) দিতে পারিবেন । দরপত্রদাতা সংশ্লিষ্ট জিলার এবং মীনমহালের স্থানীয় বাসিন্দা হইতে হইবে ।

৩। দরপত্র, জিলা উপায়ুক্ত / মহকুমাধিপতির কার্য্যালয়ে নির্দিষ্ট স্থানে এবং তারিখে গ্রহন করা হইবে ।

৪। ইচ্ছুক দরপত্রকারীয়ে ২৪ /০৭ /২০২৬ তারিখের বেলা ২ (দুই) ঘটিকা পর্য্যন্ত কার্য্যালয় খোলা থাকা সময়ে নির্ধারিত দরপত্র বাক্সে (Tender Box) দরপত্র জমা দিতে পারিবেন । নির্ধারিত সময়ের পরে কোনো দরপত্র গ্রহন করা হইবে না । দরপত্র নির্ধারিত প্র-পত্র প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পুরন করিয়া দরপত্রসহ নিম্নে উল্লেখ করা প্রমান পত্র সমুহ সংলগ্ন করিয়া জমা দিতে হইবে ।

(ক) মৎস্য শিকারের অভিজ্ঞতার প্রমান পত্র ।

(খ) জিলা উপায়ুক্তের নিকট হইতে বাকীজাই মুক্ত প্রমান পত্র ।

(গ) সংশ্লিষ্ট চক্র আধিকারীক দ্বারা জারী করা প্রতিবেশি শংসাপত্র (Neighbourhood Certificate)

(ঘ) অনুসুচীত জাতি / মাইমাল সম্প্রদায়ের লোক হওয়ার প্রমান পত্র এবং পেশাধারী মৎস্যজীবি লোক/ মীন পালক হওয়ার প্রমান পত্র ।

(ঙ) ৭০.০০ টাকার ভারতীয় পোষ্টেল অর্ডার / ব্যাংকারস্ চেক / বেংক ড্রাফ্‌ট ।

(চ) সরকারের প্রথম বৎসরের নুন্যতম ধার্যিত মুল্যের ১৫ শতাংশ রাজস্ব আমানত ধন হিসাবে ক'ল ডিপোজিট আকারে দিতে হইবে ।

(ছ) আয়কর মুক্ত প্রমান পত্র ।

(জ) PAN Card এর প্রতিলিপি ।

(ঝ) দরপত্রকারীর প্রত্যায়িত ফটো গাথিয়া দিবেন ।

৫। মোহরযুক্ত বন্ধ খামের উপরে অনুজ্ঞা পত্র প্রার্থী মীন মহালের নাম উল্লেখ করে নিম্ন স্বাক্ষর কারীর কার্য্যালয়ের নির্ধারিত বাক্সে (Tender Box) দরপত্র জমা দিতে হইবে ।

৬। দরপত্র সমুহ দরপত্রকারী নতুবা তাঁহাদের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে দরপত্র গ্রহণ করার সময় শেষ হওয়ার পর উক্ত দিনেই খোলা হইবে ।

ক্রমশ ২য় পৃষ্ঠায়

৭। নির্বাচিত দরপত্রকারী প্রথম বৎসরের নির্ধারিত মুল রাজস্বের ১৫ শতাংশ রাজস্ব প্রথম কিস্তির রাজস্ব হিসাবে প্রস্তাব উপস্থাপন করার দশ দিনের মধ্যে জমা দিতে হইবে। অন্যথা প্রস্তাব বাতিল হওয়া বলে গন্য হইবে এবং পরবর্তী উপযুক্ত দরপত্রকারীকে প্রস্তাব দেওয়া হইবে। তদুপরি আমানত ধন বাজেয়াপ্ত হইবে।

৮। বার্ষিক রাজস্ব নিম্নে উল্লেখ করা মতে কিস্তিতে জমা দিতে হইবে।

ক) সরকারের প্রথম বৎসরের নুন্যতম ধার্যিত মূল্যের ১৫ শতাংশ রাজস্ব আমানত ধন হিসাবে কল ডিপোজিট আকারে দিতে হইবে।

খ) নির্বাচিত দরপত্রকারী প্রথম বৎসরের নির্ধারিত মুল রাজস্বের ১৫ শতাংশ রাজস্ব প্রথম কিস্তির রাজস্ব হিসাবে প্রস্তাব উপস্থাপন করার দশ দিনের মধ্যে জমা দিতে হইবে।

গ) বার্ষিক রাজস্বের অর্ধেক ১৫ ডিসেম্বর এবং

ঘ) অবশিষ্টাংশ ১৫ জানুয়ারী

৯। নির্ধারিত সময়ের ভিতরে রাজস্বের কিস্তি জমা দিতে না পারিলে নির্বাচিত দরপত্রকারীর দায়িত্বে এবং দায়বদ্ধতায় অনুজ্ঞা পত্র বাতিল হইবে এবং দরপত্রকারীর আমানতের ধন বাজেয়াপ্ত করা হইবে অথবা সরকারে ইচ্ছা করিলে সেই দরপত্র বাতিল না করে বিলম্বের জন্য ২৫ শতাংশ জরিমানা আরোপ করার অধিকার থাকিবে। দীর্ঘম্যাদি মীনমহালের খাতে জমা থাকা আমানতের ধন, মীনমহাল অপরিস্কার করিয়া রাখিলে বাজেয়াপ্ত মীনমহাল পরিস্কার করার কাজে সরকার ব্যবহার করিতে পারিবে।

১০। মীনমহাল থেকে ধৃতমাছের কিছু অংশ, সরকার দ্বারা অনুমোদিত এজেন্টের নিকট অথবা নির্ধারিত স্থানে সময়ে সময়ে নির্দেশানুযায়ী বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১১। অনুজ্ঞাপ্রাপক মীনমহালের মুখ এবং নালার কোনো ক্ষতি করিতে পারিবেন না। নতুবা কোনো মুখ বান্ধিতে পারিবেন না বা নালা, খাল তৈরী করিতে পারিবেন না বা বিলের তীর সরকারের অনুমতি ছাড়া উঁচু করিতে পারিবেন না। নতুবা কোনো ডিনেমাইট প্রয়োগ করে বা কোনো বিষাক্ত পর্দাথ মাছ ধরার জন্য ব্যবহার করিতে পারিবেন না এবং মীনমহালের জল সিঞ্চন বা কোনো জলজ উদ্ভিদ ব্যবহার করিতে পারিবেন না। নতুবা মীনমহালের ক্ষতি সাধন করিতে পারে, এমন কোনো কার্য করিতে পারিবেন না। মীনমহালে উৎপন্ন মোখনা জাতীয় কোনো উদ্ভিদের উপরে অনুজ্ঞাপ্রাপকের কোনো অধিকার থাকিবে না এবং মীনমহালে হওয়া এই ধরনের উদ্ভিদ বিক্রয় করিতে বা উঠাইবার জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবে। মীনমহালের দৈনিক রক্ষণাবেক্ষন, পরিচার্য্য করার দায়িত্ব অনুজ্ঞাপ্রাপকের হাতে থাকিবে এবং সেইমতে করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১২। মীনমহালে জরীপ কার্য্য চালানো এবং মীনমহালে প্রবেশ করে তথ্যাদি সংগ্রহ করা। পঞ্জীয়ন বই এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে প্রয়োজনবোধে মীনবিভাগের আধিকারীক জব্দ করিতে পারিবেন। এই ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম ধরা পরিলে ৫০০.০০ টাকা বা সরকারের সময়ে সময়ে ধার্য্য করা মতে জরিমানা করিতে পারিবেন। এই ক্ষেত্রে অনুজ্ঞাপ্রাপক সরকারকে সকল ধরনের সাহায্য সহযোগিতা আবশ্যক অনুযায়ী করিতে বাধ্য থাকিবেন। এই সময়ে অনুজ্ঞাপ্রাপক মীনমহালের উন্নয়নমুলক কাজ কর্ম সরকারের অনুমতি সাপেক্ষ করিতে পারিবেন।

ক্রমশ ৩য় পৃষ্ঠায়

প্রতিপালন ও বিলের অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করিতে হইবে। তদুপরি মীনমহালের পাড়ে ... লাগানো বাধ্যতামূলক হইবে। অনুজ্ঞাপ্রাপকে হাঁস, মুরগী, ছাগল ইত্যাদি প্রতিপালন নিজস্ব তথা আয় বৃদ্ধি এবং আদর্শগত মীনপালনের জন্য করিতে হইবে।

১৪। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা, বন্যা নতুবা মাছের রোগ বা বলপূর্ব্বক ভাবে অন্যালোকে মাছ ধরা, চুরি হওয়া, বিষক্রিয়ার মত দুর্ঘটনাজনিত কোনো কারণে রাজস্ব দিতে নাপারার আবেদন সরকারে বিবেচনা করিবেন না।

১৫। অনুজ্ঞাপ্রাপক মৎস্য শিকার কার্য্যে সরকারের নীতি নিয়ম অনুসারে অনুসূচীত জাতির প্রকৃত মৎস্যজিবী / মাইমাল সম্প্রদায়ের প্রকৃত মৎস্যজিবী লোক নিয়োগ করিতে হইবে এবং ইহার তালিকা সরকারের নিকট লিখিতভাবে অবগত করিতে হইবে।

১৬। অনুজ্ঞাপ্রাপক প্রথম বৎসরের রাজস্বের ১৫ শতাংশ ক'ল ডিপোজিট যোগে দরপত্রসহ আমানত ধন হিসাবে জমা দিতে হইবে এবং উক্ত আমানত ধন পরবর্তীতে মুক্ত করা হইবে, যদি চুক্তির সকল শর্তাবলী পালন করা হয়। এক বৎসরের অধিক সময়ের জন্য অনুজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত দরপত্রকারীর আমানত ধন দ্বিতীয় বৎসরের আমানত বলে গণ্য করা হইবে, যদি দ্বিতীয় বৎসরের জন্য মীনমহালটি পরিচালনা করার অনুজ্ঞাপত্র পাওয়ার জন্য নির্ব্বাচিত হয়। দ্বিতীয় বৎসরের জন্য ধার্যিত নূন্যতম রাজস্বের ভিত্তিতে যদি শতকরা ১৫ ভাগ হারে অতিরিক্ত আমানত ধন প্রয়োজন হয়, তখন আমানত ধন রাশি প্রতি বৎসরের মার্চ মাসের ১৫ তারিখের আগে উপরে উল্লেখ করা ধরনে ক'ল ডিপোজিট হিসাবে জমা দিতে হইবে। অন্যথায় পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য অনুজ্ঞা বিবেচনা করা হইবে না। এই ধন, মীনমহাল ঠিকমতে পরিচালনার প্রমাণ সাব্যস্ত না হইলে, বাজেয়াপ্ত হইবে।

১৭। অনুজ্ঞাপ্রাপক চুক্তির কোনো শর্ত উলংঘন করিলে সরকারের নিকট জমা দেওয়া আমানত ধন বাজেয়াপ্ত হইবে তথা পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য অনুজ্ঞাপত্র দেওয়া হইবে না। অকৃতকার্য্য দরপত্রকারীকে আমানতের ধন দরপত্র চূড়ান্ত হওয়ার পরে ফেরৎ দেওয়া হইবে। দীর্ঘম্যাদী মীনমহালের বিপরীতে জমা আমানতের ধন মীনমহাল অপরিস্কার রাখিলে বাজেয়াপ্ত করে মীনমহাল পরিস্কার করা কাজে সরকার ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং ইহার জন্য সরকারের অনুজ্ঞাপ্রাপ্তির অনুজ্ঞা বাতিল করার অধিকার থাকিবে। মীনমহালের জলসীমা, মেটেকা আদি জলজ উদ্ভিদ থেকে পরিস্কার করা সাপেক্ষেই কেবল পরবর্ত্তী বৎসরে পাট্টা নবীকরন করা হইবে।

১৮। অনুজ্ঞাপ্রাপ্তীয়ে মীনমহালের গড়, গাছ গাছালি, দমকল আদি সম্পত্তির উপরে কোনো ধরনের অধিকার দাবি করিতে পারিবেন না।

১৯। অনুজ্ঞাপ্রাপ্তী এবং সরকারের মধ্যে বা অনুজ্ঞাপ্রাপ্তী এবং কোনো তৃতীয় পক্ষের মধ্যে কোনো বিবাদ বা দাবী উত্থাপন হইলে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য বিভাগের সঞ্চালকের সিদ্ধান্তের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। সঞ্চালকের সিদ্ধান্তের উপর সন্তোষ্ট না হইলে, বিভাগীয় আয়ুক্ত /সচিবের বিবেচনার জন্য আবেদন জানাইতে পারিবেন। এই ক্ষেত্রে আয়ুক্ত / সচিবের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

২০। অনুজ্ঞাপত্রের ম্যাদের ভিতরে সরকারের মীন মহালের উন্নয়ন করার অধিকার থাকিবে এবং ইহার জন্য অনুজ্ঞাপ্রাপ্তের রাজস্ব রেহায়ের দাবী / অধিকার থাকিবে না এবং উক্ত কাজে বাধা দিতে পারিবেন না।

২১/ অনুজ্ঞাপ্রাপকে মীন মহালের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নেওয়া ব্যবস্থা এবং সেইসঙ্গে মীন মহালটিতে মাছের আয় উৎপাদনের হিসাব প্রতিমাসে লিখিতভাবে সরকারকে অকাত করিতে হইবে।

২২। নির্ব্বাচিত দরপত্রকারীয়ে মীনমহাল পরিচালনা করার অনুজ্ঞাপত্র নেওয়ার আগে সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইতে হইবে। প্রতি বৎসর পৃথক ভাবে চুক্তিবদ্ধ হইতে হইবে।

২৩। সরকার কোনো কারণ না দর্শিয়ে যে কোনো দরপত্র গ্রহন বা প্রত্যাহার করার অধিকার থাকিবে এবং সরকারের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইবে।

২৪। অনুজ্ঞাপ্রাপ্তীয়ে কোনো বৎসরের কার্য্যপন্থা চুক্তিমতে সন্তোষ্টিজনক না হলে, পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য অনুজ্ঞাপত্র দেওয়া হইবে না এবং সরকার উচিত বিবেচনা করা যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেন।

২৫। অনুজ্ঞাপ্রাপ্তীয়ে মীন মহালে উন্নত প্রণালীতে মৎস্য পালনের ব্যবস্থা করা বাধ্যতামূলক এবং এই শর্ত ভঙ্গ করিলে চুক্তি ভঙ্গ করার সামিল হইবে।

২৬। মুখ্য প্রজাতির কার্প মাছের বহুমুখী উৎপাদনের উদ্যোগ জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়াই নির্দ্ধারণ করে দেওয়া সংখ্যা এবং অনুপাতিক হিসাবে বৎসরে দুবার করে (আগষ্ট এবং জানুয়ারী মাসে) ১২৫ সেঃ মিঃ র ওপরের পোনা মীন মহালে ফেলতে হইবে।

২৭। মাছের প্রজাতির সংরক্ষণের জন্য মীন মহালের জল-সীমার এক শতাংশ সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং এই অংশে কোনো পরিস্থিতিতেই বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির মাছ ধরা থেকে শুরু করে কোনো ধরণের কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন না।

২৮। দরপত্রে প্রস্তাব করা বিভিন্ন বৎসরের রাজস্বের অনুপাতিক সামঞ্জস্য থাকিতে হইবে এবং কোনো অসামঞ্জস্যভাবে রাজস্ব প্রস্তব করিলে সরকারে দরপত্রকারীয়ে উত্থাপন করা সমুদয় রাজস্বের গড়ভিত্তিতে বার্ষিক রাজস্ব নির্ধারণ করে প্রস্তাব দেওয়ার অধিকার থাকিবে।

২৯। অনুজ্ঞাপ্রাপ্তীয়ে নিয়োজিত মৎস্য শিকারীর সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বীমা করা বাধ্যতামূলক।

৩০। অনুজ্ঞাপ্রাপ্তীয়ে কোনো ক্ষেত্রেই মৎস্য শিকারীকে মুঠ ৫০ শতাংশ আয়ের কম দিতে পারিবেন না।

৩১। মাছ মারার ক্ষেত্রে স্থানীয় পেশাধারী মৎস্যশিকারী লোককে নিয়োগ করিতে হইবে। বাহিরের লোক নিয়োগ করিতে পারিবেন না।

ক্রমশ ৫ম পৃষ্ঠায়

৩২। অনুজ্ঞাপ্রাপ্তীয়ে কিস্তির রাজস্ব নির্ধারিত সময়ে জমা না দিলে, সরকারের বেঙ্গল রিকোবারী এক্ট- এর অধীনে বাকী রাজস্ব আদায় করার ব্যবস্থা গ্রহন করার অধিকার থাকিবে ।

৩৩। অনুজ্ঞাপ্রাপ্তীয়ে মীন মহাল পরিচালনা করে থাকার সময়কালে মীন মহালটি যদি সরকার উন্নয়ণ করে তখন উন্নয়ণ সম্পূর্ণ করার তৃতীয় বৎসর থেকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মৎস্য পালন করিতে পারা মীনমহালের অংশ থেকে প্রতি হেক্টর ৫০০ কেজি এবং মীনমহালের বাকী অংশের প্রতি হেক্টরে ২০০ কেজি উৎপাদনের হার ধরে সেই সময়ে মীনমহালের প্রাপ্তির ওপরে ভিত্তি করে সেই বৎসরের রাজস্ব নির্ধারণ করার সাথে পরবর্ত্তী বৎসরে শতকরা ১০ ভাগ চক্রবৃদ্ধি হারে রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয় এবং অনুজ্ঞাপ্রাপ্তীয়ে উক্ত ধরণে নির্ধারণ করা রাজস্ব দিতে বাধ্য থাকিতে হইবে অন্যথায় অনুজ্ঞাপত্র বাতিল করে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহনের অধিকার সরকারের থাকিবে ।

Digitally signed by
Pradeep Kumar Dwivedi
Date: 30-06-2026
15:11:27

জিলা আয়ুক্ত,
শ্রীভূমি ।

Memo No. RM-15/12/2023-REV-KXJ/276-278 -A, Dated, June the 3rd July 2026.

Copy for information and necessary action to:-

1. The Secretary to the Govt. of Assam, **Fishery Department**, Dispur, Guwahati-06.
2. The Circle Officer, Sribhumi/ Badarpur/ Nilambazar/ Patharkandi/ R.K. Nagar.
3. The District Registrar Co-Operative Societies, Sribhumi.
4. The District Fishery Development Officer, Sribhumi.
5. The DI & PRO, Sribhumi. He will arrange for wide dissemination of this notice and also arrange to publish the above notice in the local dailies.
6. The Officer-in-Charge, Sribhumi Police Station.
7. All concerned members of the Fishery Settlement Advisory Board, Sribhumi.
8. The DIO, NIC, Sribhumi. He is requested to upload the above Notice in the official website.
9. The Nazir, D.C.'s Office, Sribhumi for wide publicity by beat of drum in nearest Bazar of the fisheries.
10. Office Notice Board.

(e-signed)

District Commissioner,
Sribhumi.